মার্চ, ২০১৭

প্রাপ্তিস্থান ঃ
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড
১২ এ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

দাম ঃ দশ টাকা

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে চন্ডী চক্রবর্তী কর্তৃক (মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ভবন), ৩১, আলিমুদ্দিন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০১৬ থেকে প্রকাশিত এবং গণশক্তি প্রিন্টার্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে জয়ন্ত শীল কর্তৃক ৩৩, আলিমুদ্দিন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০১৬ থেকে মুদ্রিত।

ভারতের
কমিউনিস্ট পার্টি
(মার্কসবাদী)

গঠনতন্ত্র ও বিধিসমূহ

১৯৬৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কোচিনে অনুষ্ঠিত অষ্টম পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত এবং ২০১৫ সালের এপ্রিল মাসে বিশাখাপত্তনমে অনুষ্ঠিত ২১তম কংগ্রেস পর্যন্ত গৃহীত সংশোধনী এবং ডিসেম্বর ২০০৫ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় কমিটির নিয়মাবলী সংবলিত

১নং ধারা

নাম

পার্টির নাম হবে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)

২নং ধারা

লক্ষ্য

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী অগ্রবাহিনী। পার্টির লক্ষ্য হলো—সর্বহারার একনায়কত্বের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ অর্জন করা। পার্টি তার সমস্ত কর্মকাণ্ডে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের দর্শন ও নীতিসমূহের দ্বারা পরিচালিত হয়। কেবলমাত্র মার্কসবাদ-লেনিনবাদই শ্রমজীবী মানুষকে মানুষ কর্তৃক মানুষকে শোষণের অবসান ঘটাবার এবং তাদের পূর্ণ মুক্তির পথ দেখায়। পার্টি সর্বদা সর্বহারার আন্তর্জাতিকতার পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরে।

৩নং ধারা

পতাকা

পার্টির পতাকা হবে লাল পতাকা, যার দৈর্ঘ্য হবে প্রস্থের দেড়গুণ। পতাকার কেন্দ্রস্থলে আড়াআড়িভাবে থাকবে সাদা রঙের কাস্তে ও হাতুড়ি।

৪নং ধারা

সভ্যপদ

১। ভারতের অধিবাসী, আঠারো বছর বা তার বেশি বয়সের যে কোনও ব্যক্তি, যিনি পার্টির কর্মসূচী ও গঠনতন্ত্র মেনে পার্টির কোনও না কোনও সংগঠনে কাজ করতে ও নিয়মিত সভ্যচাঁদা (ফি ও লেভি যা ধার্য হবে) দিতে এবং পার্টির সিদ্ধান্তসমূহ কার্যকর করতে সম্মত—তিনিই পার্টির সভ্যপদের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

২। (ক) দু'জন পার্টি সভ্যের সুপারিশযুক্ত ব্যক্তিগত আবেদন মারফত পার্টিতে নতুন সভ্য গ্রহণ করা হয়। সুপারিশকারী সভ্যরা অবশ্য নিজেদের ব্যক্তিগত জ্ঞান থেকে ও উপযুক্ত দায়িত্ব নিয়ে আবেদনকারী সম্পর্কে পূর্ণ তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট শাখা বা ইউনিটকে সরবরাহ করবেন। আবেদনকারীকে পার্টিতে গ্রহণ করতে হলে সংশ্লিষ্ট শাখা পরবর্তী উচ্চতর কমিটির কাছে সেই মর্মে সুপারিশ করবে। সমস্ত সুপারিশ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবে পরবর্তী উচ্চতর কমিটি।

(খ) শাখা পর্যায়ের ঊর্ধ্বে কেন্দ্রীয় কমিটি পর্যন্ত পার্টি কমিটিগুলি সরাসরিভাবে পার্টিতে নতুন সভ্য গ্রহণের ক্ষমতা থাকবে।

৩। (ক) পার্টি সভ্যপদের সমস্ত আবেদনপত্র দাখিল ও সুপারিশ করার একমাসের মধ্যে যথোপযুক্ত কমিটির কাছে অবশ্যই পেশ করতে হবে।

(খ) আবেদনকারীকে পার্টিতে গ্রহণ করা হলে, গ্রহণ করার তারিখ থেকে একবছরকাল তাঁকে প্রার্থী-সভ্যরূপে গণ্য করা হবে।

৪। অন্য কোনও পার্টির স্থানীয় বা জেলা বা রাজ্যস্তরের কোনও নেতৃস্থানীয় সভ্য পার্টিতে যোগ দিতে আগ্রহী হলে তাঁকে সভ্যপদে গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট স্থানীয় বা জেলা বা রাজ্য কমিটির অনুমোদন ছাড়াও পরবর্তী উচ্চতর কমিটির অনুমোদন নিতে হবে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় কমিটি অথবা রাজ্য কমিটি ঐ ধরনের আবেদনকারীদের পার্টির পূর্ণ সভ্যরূপে

গ্রহণ করতে পারবে। রাজ্য কমিটি এই ধরনের সভ্য গ্রহণ করতে চাইলে পূর্বাহ্নেই কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমোদন নিতে হবে।

৫। পার্টি থেকে বহিষ্কৃত কোনও ব্যক্তিকে পুনরায় পার্টিতে নিতে হলে যে-পার্টি কমিটি বহিষ্কার অনুমোদন করেছিল সেই কমিটি অথবা তার উচ্চতর কমিটির অনুমোদনক্রমেই তা হতে পারবে।

৬। পূর্ণ সভ্যদের যে-সব কর্তব্য ও অধিকার আছে প্রার্থীসভ্যদেরও সেই একই কর্তব্য ও অধিকার থাকবে, তবে নির্বাচন করার বা নির্বাচিত হবার বা কোনও প্রস্তাবের ওপর ভোট দেবার অধিকার তাঁদের থাকবে না।

৭। যে পার্টি-শাখা প্রার্থীসভ্যদের সুপারিশ করবে অথবা যে পার্টি-কমিটি তাঁদের প্রার্থীসভ্যপদ দেবে, সেই শাখা বা কমিটি উক্ত প্রার্থীসভ্যদের পার্টির কর্মসূচী, গঠনতন্ত্র ও চলতি কর্মনীতি সম্পর্কে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করবে এবং কোনও একটি পার্টি শাখা বা ইউনিটের সভ্য হিসাবে পার্টি-কাজের মাধ্যমে তাঁদের ক্রমবিকাশের প্রতি নজর রাখবে।

৮। প্রার্থীসভ্যপদের মেয়াদ শেষ হলে সংশ্লিষ্ট পার্টি-শাখা বা পার্টি-কমিটি বিবেচনা করে দেখবে যে, প্রার্থীসভ্য পূর্ণসভ্যপদের যোগ্য হয়েছেন কিনা। যদি কোনও প্রার্থীসভ্যকে অযোগ্য মনে হয়, তবে পার্টি-শাখা বা পার্টি-কমিটি তাঁর প্রার্থীসভ্যপদ বাতিল করবে। পূর্ণসভ্য গ্রহণ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট শাখা বা পার্টি-কমিটিকে নিয়মিতভাবে পরবর্তী উচ্চতর কমিটির কাছে রিপোর্ট পাঠাতে হবে।

৯। উচ্চতর কমিটি ঐ রিপোর্ট পরীক্ষা করার পর মনে করলে সংশ্লিষ্ট শাখা বা পার্টি-কমিটির সঙ্গে পরামর্শ করে উক্ত সিদ্ধান্তের পরিবর্তন বা সংশোধন করতে পারে। জেলা ও রাজ্য কমিটি প্রার্থীসভ্য সংগ্রহ ও পূর্ণসভ্যগ্রহণের কাজ তদারক করবে এবং এ বিষয়ে নিম্নতর কমিটিগুলির সিদ্ধান্ত সংশোধন বা নাকচ করার অধিকার তাদের থাকবে।

১০। কোনও পার্টি সভ্য তাঁর ইউনিটের অনুমোদন নিয়ে এক ইউনিট থেকে অন্য ইউনিটে তাঁর সভ্যপদ স্থানান্তরিত করতে পারেন। সে-ক্ষেত্রে যে উচ্চতর ইউনিটের অধীনে তাঁর ইউনিট কাজ করছে নিজ ইউনিট মারফত সেই সভ্যকে উচ্চতর কমিটির কাছে আবেদন করতে হবে।

৫নং ধারা

পার্টি শপথ

পার্টিতে যোগদানকারী সকল সভ্যকে একটি শপথপত্রে স্বাক্ষর করতে হবে। এই শপথ হবে :

"আমি পার্টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য গ্রহণ করছি এবং পার্টির গঠনতন্ত্র মেনে চলতে ও পার্টির সমস্ত সিদ্ধান্তকে বিশ্বস্তভাবে কাজে পরিণত করতে সম্মত আছি।

"আমি সাম্যবাদের আদর্শোপযোগী জীবন যাপনের চেষ্টা করব এবং সর্বদা পার্টি ও জনগণের স্বার্থকে ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে স্থান দিয়ে নিঃস্বার্থভাবে শ্রমিকশ্রেণী, মেহনতী জনগণ ও দেশের সেবা করে যাব।"

৬নং ধারা

পার্টির সভ্যপদ সংক্রান্ত দলিলপত্র

পার্টির সভ্যপদ সংক্রান্ত দলিলপত্র জেলা কমিটির হেফাজতে থাকবে।

৭নং ধারা

পার্টি সভ্যপদ চেক-আপ

১। পার্টি সভ্য যে পার্টি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত আছেন সেই পার্টি সংগঠন প্রতি বছর পার্টি সভ্যদের চেক-আপ করবে। কোনও সভ্য ধারাবাহিকভাবে যথোপযুক্ত কারণ ছাড়াই পার্টি জীবনে ও পার্টির কাজে অংশ নিতে অথবা পার্টিকে নিয়মিত দেয় চাঁদা দিতে ব্যর্থ হলে তাঁকে পার্টি সভ্যপদ থেকে বাদ দেওয়া হবে।

২। সংশ্লিষ্ট পার্টি-শাখা বা পার্টি কমিটিকে পার্টি-সভ্যপদের চেক-আপ সম্পর্কিত রিপোর্ট অনুমোদন ও নথিভুক্ত করার জন্য পরবর্তী উচ্চতর কমিটির কাছে পাঠাতে হবে।

৩। পার্টি সভ্যপদ থেকে বাদ দেবার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল করার অধিকার সংশ্লিষ্ট সভ্যের থাকবে।

৮নং ধারা

পার্টি সভ্যপদ ত্যাগ

১। কোনও পার্টি সভ্য পার্টি থেকে পদত্যাগ করতে চাইলে তিনি যে পার্টি-শাখা বা পার্টি-ইউনিটের সভ্য সেই শাখা বা ইউনিটের কাছে তাঁকে পদত্যাগ পত্র দাখিল করতে হবে। সংশ্লিষ্ট শাখা বা ইউনিট সেটি গ্রহণ করে ঐ সভ্যের নাম তালিকা থেকে খারিজ করতে এবং পরবর্তী উচ্চতর কমিটিকে বিষয়টি জানাতে পারে। পদত্যাগের কারণ রাজনৈতিক হলে সংশ্লিষ্ট শাখা বা ইউনিট সেটি গ্রহণ করতে অস্বীকার করতে পারে এবং ঐ সভ্যকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করতে পারে।

২। পদত্যাগে ইচ্ছুক কোনও পার্টি সভ্যের বিরুদ্ধে যদি পার্টি-শৃঙ্খলাভঙ্গের গুরুতর এবং বহিষ্কারযোগ্য অভিযোগ থাকে এবং যদি সেই অভিযোগের সারবত্তা থাকে সেক্ষেত্রে পদত্যাগকে পার্টি থেকে বহিষ্কার হিসাবেই কার্যকর করা হবে।

৩। এ ধরনের সমস্ত পদত্যাগের ঘটনা যেগুলি বহিষ্কার হিসাবে কার্যকর করা হয়েছে সেগুলি তৎক্ষণাৎ অনুমোদনের জন্য উচ্চতর কমিটির কাছে পাঠাতে হবে।

৯নং ধারা

সভ্যপদের চাঁদা

১। সমস্ত পার্টিসভ্য ও প্রার্থী সভ্যদের বছরে পাঁচ টাকা পার্টি সভ্যপদের চাঁদা দিতে হবে। এই বার্ষিক পার্টি চাঁদা সংশ্লিষ্ট পার্টি সভ্যকে অন্তর্ভুক্তিকালে ও প্রতিবছর মার্চ মাসের মধ্যে শাখা অথবা ইউনিট সম্পাদকের কাছে জমা দিতে হবে। কোনও সদস্য নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চাঁদা না দিলে সভ্য তালিকা থেকে তাঁর নাম খারিজ করা হবে। পরিস্থিতি বিবেচনায় এই তারিখ বাড়ানোর প্রয়োজন হলে কেন্দ্রীয় কমিটি এই তারিখ বাড়াতে পারবে।

২। পার্টি-শাখা বা ইউনিট কর্তৃক সভ্যদের কাছ থেকে সংগৃহীত সমস্ত পার্টি-চাঁদা উপযুক্ত পার্টি-কমিটির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে জমা দিতে হবে।

১০নং ধারা

পার্টি লেভি

প্রত্যেক পার্টিসভ্যকে কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক ধার্য মাসিক লেভি দিতে হবে। যাঁদের আয় বার্ষিক বা মরসুমী ধরনের, তাঁদের প্রতি মরসুমের গোড়ায় অথবা প্রতি তিন মাসের প্রথম

দিকে অন্যান্যদের মতো একই হারে লেভি দিতে হবে। যদি কোনও সভ্য নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হবার তিন মাসের মধ্যেও লেভি জমা না দেন তবে সেই সভ্যের নাম পার্টিসভ্য তালিকা থেকে খারিজ করা হবে।

১১নং ধারা

পার্টি সভ্যদের কর্তব্য

১। পার্টিসভ্যদের কর্তব্যগুলি নিম্নরূপ :

(ক) পার্টিসভ্যরা যে পার্টি সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত, সেই সংগঠনের কাজে তাদের নিয়মিত অংশগ্রহণ করতে হবে এবং পার্টির নীতি, সিদ্ধান্ত ও নির্দেশকে বিশ্বস্তভাবে কাজে পরিণত করতে হবে।

(খ) সকলকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অনুশীলন করতে হবে এবং নিজেদের চেতনার মান উন্নত করার প্রয়াস চালিয়ে যেতে হবে।

(গ) পার্টির পত্রপত্রিকা ও পার্টি কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তকাদি পড়তে হবে, সমর্থন করতে হবে এবং জনপ্রিয় করে তুলতে হবে।

(ঘ) পার্টির গঠনতন্ত্র ও পার্টি শৃঙ্খলা মানতে হবে এবং সর্বহারার আন্তর্জাতিকতা ও সাম্যবাদের মহান আদর্শ অনুযায়ী আচরণ করতে হবে।

(ঙ) জনগণের ও পার্টির স্বার্থকে ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে স্থান দিতে হবে।

(চ) নিষ্ঠাসহকারে জনগণের সেবা করতে হবে ও ধারাবাহিকভাবে জনগণের সঙ্গে সম্পর্কবন্ধন দৃঢ় করে তুলতে হবে। জনগণের কাছ থেকে শিক্ষা নিতে হবে এবং তাঁদের মতামত ও দাবিদাওয়া সম্পর্কে পার্টিকে অবহিত করতে হবে, অব্যাহতি না দেওয়া হলে প্রত্যেককেই পার্টির পরিচালনাধীনে কোনও না কোনও গণসংগঠনে কাজ করতে হবে।

(ছ) পরস্পরের সঙ্গে কমরেডসুলভ সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে এবং পার্টির মধ্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে ভ্রাতৃত্বমূলক মনোভাবের বিকাশ ঘটাতে হবে।

(জ) পরস্পরকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে এবং ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত কাজের উন্নতি সাধনের জন্য সমালোচনা ও আত্ম-সমালোচনা অনুশীলন করতে হবে।

(ঝ) পার্টির কাছে অকপট, সৎ ও সত্যভাষী হতে হবে এবং পার্টির প্রতি বিশ্বাসভঙ্গ করা চলবে না।

(ঞ) পার্টির ঐক্য ও সংহতিকে রক্ষা করতে হবে এবং দেশের ও শ্রমিকশ্রেণীর শত্রুদের বিরুদ্ধে সজাগ থাকতে হবে।

(ট) পার্টি, শ্রমিকশ্রেণী ও দেশের শত্রুদের আক্রমণের বিরুদ্ধে পার্টিকে রক্ষা করতে হবে ও পার্টির আদর্শকে তুলে ধরতে হবে।

২। পার্টি সংগঠনের দায়িত্ব হবে, পার্টি সভ্যরা যাতে উপরোক্ত কর্তব্যগুলি যথাযথভাবে পালন করেন তা সুনিশ্চিত করা এবং উক্ত কর্তব্যসমূহ পালনে তাঁদের সমস্ত সম্ভাব্য উপায়ে সহায়তা করা।

১২নং ধারা

পার্টি সভ্যদের অধিকারসমূহ

১। পার্টিসভ্যদের অধিকারগুলি নিম্নরূপ :

(ক) পার্টি-সংস্থা ও পার্টি-কমিটিসমূহ নির্বাচন করা এবং তাতে নির্বাচিত হওয়া।

(খ) পার্টির কর্মনীতি ও সিদ্ধান্ত প্রণয়নে সাহায্য করার জন্য আলোচনায় অংশগ্রহণ করা।

(গ) পার্টির মধ্যে নিজের করণীয় সম্পর্কে প্রস্তাব দেওয়া।

(ঘ) পার্টি-সভায় পার্টি-কমিটি ও কর্মকর্তাদের সম্পর্কে সমালোচনা করা।

(ঙ) কোনও সভ্যের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট পার্টি ইউনিটে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত আলোচনাকালে অভিযুক্ত সভ্যের ঐ সভায় হাজির থেকে নিজস্ব বক্তব্য রাখা।

(চ) সাংগঠনিক ব্যাপারে কোনও পার্টি-কমিটির সিদ্ধান্তের সঙ্গে কোনও পার্টি-সভ্য দ্বিমত পোষণ করলে ঐ সভ্য তার মতামত পরবর্তী উচ্চতর কমিটির কাছে পেশ করতে পারবেন। রাজনৈতিক মতভেদের ক্ষেত্রে দ্বিমত পোষণকারী সভ্য তাঁর মতামত কেন্দ্রীয় কমিটি পর্যন্ত উচ্চতর কমিটিগুলির কাছে পেশ করতে পারবেন। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট পার্টিসভ্য অবশ্যই পার্টি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করে যাবেন। বাস্তব অভিজ্ঞতা ও কমরেডসুলভ আলোচনার মধ্য দিয়েই মতপার্থক্যের অবসান ঘটাতে হবে।

(ছ) প্রত্যেক সভ্যের কেন্দ্রীয় কমিটিসহ যে কোনও উচ্চতর পার্টি-সংগঠনের কাছে যে কোনও বিবৃতি, আবেদন বা অভিযোগ পাঠাবার অধিকার থাকবে।

২। এই সমস্ত অধিকারগুলি যাতে যথাযথভাবে কার্যকর হয় তা দেখা পার্টি-সংগঠন ও ভারপ্রাপ্তদের অবশ্য কর্তব্য।

১৩নং ধারা

গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতিসমূহ

১। পার্টির সাংগঠনিক কাঠামো গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতিসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ঐ নীতিগুলি অনুসারেই পার্টির অভ্যন্তরীণ জীবন পরিচালিত হয়। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার অর্থ অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক ভিত্তির ওপর কেন্দ্রীভূত নেতৃত্ব এবং কেন্দ্রীভূত নেতৃত্বের পরিচালনায় অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র।

পার্টির সাংগঠনিক কাঠামোগত ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতিগুলি হলো :

(ক) উচ্চতম থেকে নিম্নতম যাবতীয় পার্টি-সংস্থাগুলি হবে নির্বাচিত।

(খ) সংখ্যালঘু মতাবলম্বী অংশ সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তসমূহ কাজে পরিণত করবেন। নিম্নতর পার্টি-সংস্থাগুলি উচ্চতর সংস্থাগুলির সিদ্ধান্ত ও নির্দেশসমূহ কার্যকর করবে। ব্যক্তি নিজেকে সমষ্টিগত মতের অধীন করবেন। সমস্ত পার্টি সংগঠনগুলি পার্টি কংগ্রেস ও কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত ও নির্দেশগুলি কাজে পরিণত করবে।

(গ) সমস্ত পার্টি-কমিটিগুলি নির্দিষ্ট সময় অন্তর পরবর্তী নিম্নতর কমিটিগুলির কাজে তাদের কাজের রিপোর্ট করবে এবং একইভাবে নিম্নতর কমিটিগুলি তাদের পরবর্তী উচ্চতর কমিটিগুলির কাছে কাজকর্মের রিপোর্ট দেবে।

(ঘ) সমস্ত পার্টি-কমিটি এবং বিশেষ করে নেতৃস্থানীয় পার্টি-কমিটিগুলি নিম্নতর পার্টি-সংগঠনের ও সাধারণ সভ্যদের মতামত ও সমালোচনাগুলিকে সর্বদা মর্যাদা দেবে।

(ঙ) সমস্ত পার্টি-কমিটিগুলি যৌথ সিদ্ধান্ত ও চেক-আপ এবং ব্যক্তিগত দায়িত্বের নীতির ভিত্তিতে কাজ করবে।

(চ) আন্তর্জাতিক, সর্বভারতীয়, একাধিক রাজ্য সংশ্লিষ্ট অথবা সারা দেশের জন্য অভিন্ন সিদ্ধান্ত প্রয়োজন এমন সমস্ত প্রশ্নে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে পার্টির সর্বভারতীয় সংস্থাগুলি। রাজ্য

ও জেলা স্তরে সাধারণভাবে সিদ্ধান্ত নেবে সংশ্লিষ্ট পার্টি-সংগঠন। কিন্তু কোনও ক্ষেত্রেই জেলা বা রাজ্যস্তরের সিদ্ধান্তগুলি উচ্চতর পার্টি-সংস্থার সিদ্ধান্তের পরিপন্থী হবে না। কেন্দ্রীয় কমিটি রাজ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বসম্পন্ন কোনও প্রশ্নে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হলে সাধারণভাবে সংশ্লিষ্ট রাজ্য পার্টি সংগঠনের সঙ্গে আলোচনা করে নেবে। অনুরূপভাবে রাজ্য সংগঠনও জেলাগুলির ক্ষেত্রে একই পন্থা অবলম্বন করবে।

(ছ) সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে পার্টির নীতিকে প্রভাবিত করতে পারে কিন্তু আগে কখনও কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি এমন সমস্ত প্রশ্নে একমাত্র কেন্দ্রীয় নেতৃত্বই পার্টির অবস্থান বিবৃত করবে। নিম্নতর কমিটিগুলি সময়মত কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বিবেচনার জন্য তাদের মতামত পাঠাতে পারে।

২। সমস্ত পার্টি-সভ্যদের এবং গণ-আন্দোলনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নিম্নলিখিত নীতিগুলি পার্টির অভ্যন্তরীণ জীবনে প্রযোজ্য :

(ক) পার্টি, পার্টির নীতি ও কাজের সঙ্গে জড়িত সমস্ত প্রশ্নে পার্টি ইউনিটের মধ্যে অবাধ ও অকপট আলোচনা।

(খ) পার্টির কর্মনীতিকে জনপ্রিয় ও রূপায়িত করার কাজে পার্টি-সভ্যদের সক্রিয় করতে এবং যাতে তাঁরা পার্টির জীবন ও কর্মকাণ্ডে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন তার জন্য তাঁদের মতাদর্শগত-রাজনৈতিক ও সাধারণ শিক্ষার মান উন্নত করতে নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস চালানো হবে।

(গ) কোনও পার্টি-কমিটির মধ্যে গুরুতর মতভেদ দেখা দিলে তা মীমাংসার জন্য সার্বিক প্রয়াস চালাতে হবে। এতে ব্যর্থ হলে, আরও আলোচনার মাধ্যমে মতবিরোধ নিরসনের উদ্দেশে সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্থগিত রাখতে হবে — যদি না পার্টি ও গণ-আন্দোলনের প্রয়োজনে আশু সিদ্ধান্ত গ্রহণ জরুরী হয়ে পড়ে।

(ঘ) উচ্চতম থেকে নিম্নতম সমস্ত স্তরে এবং বিশেষ করে নিম্নতর স্তরে সমালোচনা ও আত্মসমালোচনাকে উৎসাহিত করতে হবে।

(ঙ) সমস্ত স্তরে আমলাতান্ত্রিক প্রবণতার বিরুদ্ধে ধারাবাহিক সংগ্রাম চালাতে হবে।

(চ) পার্টির মধ্যে কোনও ধরনের উপদলীয় কার্যকলাপ বা উপদল গঠন বরদাস্ত করা হবে না।

(ছ) বিচ্ছিন্ন কিছু ভুলত্রুটি অথবা ঘটনার ভিত্তিতে পার্টিসভ্যদের কাজের বিচার না করে, পার্টিতে তাদের সামগ্রিক অবদানকে সামনে রেখে, সহানুভূতির সঙ্গে তাঁদের ভুল-ত্রুটিকে সংশোধন করে এবং ভ্রাতৃত্বমূলক সম্পর্ক ও পারস্পরিক সহায়তা গড়ে তুলে পার্টি-মানসিকতাকে শক্তিশালী করতে হবে।

১৪নং ধারা

সর্বভারতীয় পার্টি কংগ্রেস

১। সারা দেশের জন্য পার্টির সর্বোচ্চ সংস্থা হবে সর্বভারতীয় পার্টি কংগ্রেস।

(ক) সাধারণত প্রতি তিন বছরে একবার কেন্দ্রীয় কমিটি নিয়মিত পার্টি কংগ্রেস আহ্বান করবে।

(খ) কেন্দ্রীয় কমিটি নিজস্ব উদ্যোগে অথবা দুই বা ততোধিক রাজ্য কমিটির দাবিতে বিশেষ

পার্টি কংগ্রেস আহ্বান করতে পারে—শেষোক্ত ক্ষেত্রে অবশ্য দাবিদার রাজ্যগুলির মোট সভ্যসংখ্যা পার্টির মোট সভ্য-সংখ্যার অন্তত এক-তৃতীয়াংশ হতে হবে।

(গ) নিয়মিত পার্টি কংগ্রেস অথবা বিশেষ পার্টি কংগ্রেসের স্থান ও তারিখ ঐ উদ্দেশ্যেই বিশেষভাবে আহূত কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় স্থির হবে।

(ঘ) রাজ্য সম্মেলনগুলি থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিমণ্ডলী এবং সরাসরিভাবে সর্বভারতীয় কেন্দ্রের অধীন পার্টি ইউনিটগুলির সম্মেলনে নির্বাচিত প্রতিনিধিমণ্ডলীকে নিয়ে অনুষ্ঠিত হবে নিয়মিত পার্টি কংগ্রেস।

(ঙ) মোট পার্টিসভ্য সংখ্যা, পার্টি পরিচালিত গণ-আন্দোলনগুলির শক্তি, বিভিন্ন রাজ্যে পার্টির শক্তি প্রভৃতি বিচার করেই কেন্দ্রীয় কমিটি নিয়মিত পার্টি কংগ্রেসে প্রতিনিধিত্বের ভিত্তি এবং বিশেষ পার্টি কংগ্রেসে প্রতিনিধিত্বের ভিত্তি ও নির্বাচন পদ্ধতি নির্ধারণ করবে।

(চ) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা সরাসরি নিয়মিত বা বিশেষ সকল পার্টি কংগ্রেসেই পূর্ণ প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দিতে পারবেন।

২। নিয়মিত পার্টি কংগ্রেসের ক্ষমতা ও কার্যাবলী হবে :

(ক) কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক রিপোর্টের ওপর আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

(খ) পার্টি-কর্মসূচী ও পার্টি-গঠনতন্ত্র সংশোধন ও পরিবর্তন।

(গ) চলতি পরিস্থিতির ওপর পার্টি-লাইন স্থির করা।

(ঘ) গোপন ব্যালটে কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচন করা।

৩। কংগ্রেস একটি প্রতিনিধি-পরিচিতি কমিটি (ক্রেডেনশিয়াল কমিটি) নির্বাচন করবে। এই কমিটি প্রতিনিধিদের পরিচিতি (ক্রেডেনশিয়াল) পরীক্ষা করবে এবং কংগ্রেসের নিকট একটি রিপোর্ট পেশ করবে।

৪। কংগ্রেসের কাজ পরিচালনার জন্য কংগ্রেস একটি সভাপতিমণ্ডলী নির্বাচন করবে।

১৫নং ধারা

কেন্দ্রীয় কমিটি

১। (ক) কেন্দ্রীয় কমিটি পার্টি কংগ্রেসে নির্বাচিত হবে । কমিটিতে কতজন সদস্য থাকবেন সেটাও কংগ্রেস স্থির করবে।

(খ) বিদায়ী কেন্দ্রীয় কমিটি পার্টি-কংগ্রেসের কাছে একটি প্রার্থীদের প্যানেল পেশ করবে।

(গ) যাতে জনগণের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কযুক্ত, শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গিতে অটল ও মার্কসবাদ-লেনিনবাদে শিক্ষিত দক্ষ নেতৃত্ব গড়ে তোলা যায় সেদিকে লক্ষ্য রেখেই প্রার্থী প্যানেলটি রচিত হবে।

(ঘ) এই প্যানেলে প্রস্তাবিত যে কোনও নাম সম্পর্কে যে কোনও প্রতিনিধি আপত্তি তুলতে পারেন এবং এক বা একাধিক নতুন নাম প্রস্তাব করতে পারেন, যদিও সেক্ষেত্রে যাঁর বা যাঁদের নাম প্রস্তাবিত হবে তাঁর বা তাঁদের পূর্বসম্মতি প্রয়োজন হবে।

(ঙ) কারও নাম প্রস্তাবিত হলে সেই সভ্য তাঁর নাম প্রত্যাহার করে নিতে পারবেন।

(চ) প্রতিনিধিদের মনোনীত অতিরিক্ত নামসহ প্রস্তাবিত প্যানেলটির ওপর গোপন ব্যালটে একক বর্তনীয় ভোট পদ্ধতিতে ভোট গ্রহণ করা হবে। অতিরিক্ত কোনও নাম প্রস্তাবিত না হলে প্রস্তাবিত প্যানেলটি সম্পর্কে প্রতিনিধিরা হাত তুলে মতামত জানাবেন।

২। দু'টি সর্বভারতীয় কংগ্রেসের মধ্যবর্তী সময়ে কেন্দ্রীয় কমিটিই হবে পার্টির সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি।

৩। পার্টির গঠনতন্ত্র প্রয়োগ ও পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত পার্টি-লাইন ও সিদ্ধান্তগুলি কার্যকর করার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় কমিটির।

৪। কেন্দ্রীয় কমিটি সমগ্র পার্টির প্রতিনিধিত্ব করবে এবং পার্টির সামগ্রিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার দায়িত্বে থাকবে। পার্টির সামনে উপস্থিত যে কোনও প্রশ্ন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ণ অধিকার এই কমিটির থাকবে।

৫। কেন্দ্রীয় কমিটি তার সদস্যদের মধ্য থেকে সাধারণ সম্পাদকসহ একটি পলিট ব্যুরো নির্বাচিত করবে। পলিট ব্যুরোতে কতজন সদস্য থাকবেন সেটি স্থির করবে কেন্দ্রীয় কমিটি। কেন্দ্রীয় কমিটির দু'টি সভার মধ্যবর্তী সময়ে, পলিট ব্যুরো কেন্দ্রীয় কমিটির কাজ চালিয়ে যাবে এবং কেন্দ্রীয় কমিটির দু'টি সভার মধ্যবর্তীকালে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার পলিট ব্যুরোর থাকবে।

(ক) কেন্দ্রীয় কমিটি তার সদস্যদের মধ্য থেকে একটি সম্পাদকমণ্ডলী নির্বাচন করবে। সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সংখ্যা নির্ধারণ করবে কেন্দ্রীয় কমিটি। পলিট ব্যুরোর তত্ত্বাবধানে সম্পাদকমণ্ডলী পার্টি কেন্দ্রের দৈনন্দিন কাজকর্ম দেখাশুনা করবে এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তগুলি রূপায়ণে পলিট ব্যুরোকে সাহায্য করবে।

৬। রাজ্য কমিটিগুলি সম্পাদক ও রাজ্য পার্টি-মুখপত্রগুলির সম্পাদক নির্বাচন কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমোদন প্রয়োজন হবে।

৭। (ক) কেন্দ্রীয় কমিটি তার কোনও সদস্যকে গুরুতর শৃঙ্খলাভঙ্গ, অসদাচরণ বা পার্টি-বিরোধী কার্যকলাপের দায়ে অপসারণ করতে পারবে। এর জন্য উপস্থিত ও ভোট প্রদানকারী সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশ ভোট প্রয়োজন হবে এবং সর্বক্ষেত্রেই ঐ সংখ্যা কেন্দ্রীয় কমিটির মোট সদস্যসংখ্যার অর্ধেকের বেশি হতে হবে।

(খ) কেন্দ্রীয় কমিটিতে কোনও সদস্যপদ খালি হলে কেন্দ্রীয় কমিটি তার মোট সদস্য সংখ্যার সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে তা পূরণ করতে পারবে।

(গ) কেন্দ্রীয় কমিটির এক বা একাধিক সদস্য গ্রেপ্তার হলে বাকি সদস্যরা ঐ স্থানে বিকল্প সদস্য গ্রহণ করতে পারবে। বিকল্প এই সদস্যরা কেন্দ্রীয় কমিটির মূল সদস্যদের মতই পূর্ণ অধিকার ভোগ করবেন। কিন্তু ধৃত সদস্যরা মুক্তি পেলে ও নিজেদের কার্যভার গ্রহণ করলে বিকল্প সদস্যরা তাদের পদ ছেড়ে দেবেন।

৮। কেন্দ্রীয় কমিটির দু'টি সভার মধ্যবর্তী সময় সাধারণত তিন মাসের বেশি হবে না এবং যখনই মোট সদস্যের এক-তৃতীয়াংশ দাবি করবেন, তখনই কেন্দ্রীয় কমিটির সভা বসবে।

৯। কেন্দ্রীয় কমিটি রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক প্রশ্নে এবং গণ-আন্দোলনের সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে এবং রাজ্য কমিটিগুলিকে ও গণ-সংগঠনের সর্বভারতীয় পার্টি ফ্র্যাকশনগুলিকে পরিচালনা করবে।

১০। পার্টির আর্থিক দায়দায়িত্ব কেন্দ্রীয় কমিটির হাতে থাকবে এবং বছরে একবার পলিট ব্যুরো কর্তৃক পেশ করা আয়ব্যয়ের হিসাব কেন্দ্রীয় কমিটি অনুমোদন করবে।

১১। পার্টি-কংগ্রেস আহূত হলে কেন্দ্রীয় কমিটি পার্টি-কংগ্রেসের কাছে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করবে।

১২। পার্টির বিপ্লবী নেতৃত্বকে শক্তিশালী করার জন্য এবং রাজ্য ও জেলা সংগঠনগুলির কাজকর্মের চেক-আপ সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় কমিটি প্রতিনিধি ও সংগঠক পাঠাবে। তাঁরা প্রতিটি ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় কমিটি ও পলিট ব্যুরো বিশেষ নির্দেশের ভিত্তিতেই কাজ করবেন।

১৩। কেন্দ্রীয় কমিটি প্রয়োজনবোধে কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত অধিবেশন, প্লেনাম অথবা সম্মেলন আহ্বান করতে পারে। সেক্ষেত্রে এই ধরনের ব্যবস্থায় উপস্থিতির ভিত্তি এবং প্রতিনিধিদের নির্বাচন পদ্ধতি কেন্দ্রীয় কমিটি স্থির করবে।

১৪। জরুরী অবস্থা দেখা দিলে অথবা ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হলে কেন্দ্রীয় কমিটি, রাজ্য কমিটি ও জেলা কমিটিগুলি ক্ষুদ্রতর ও সুসংবদ্ধ আকারে পুনর্গঠিত হবে। পুনর্গঠিত কেন্দ্রীয় কমিটিতে কারা থাকবেন তাদের নাম পলিট ব্যুরোর বাকি সদস্যরা ঠিক করবেন; তবে তা ভিতর ও বাইরের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে। পুনর্গঠিত রাজ্য ও জেলা কমিটিগুলিতে কারা থাকবেন তা সংশ্লিষ্ট কমিটির সদস্যরা ঠিক করবেন; তবে তাঁদের নাম পরবর্তী উচ্চতর কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। এই পুনর্গঠিত কমিটিগুলি তাদের কাজকর্ম ও দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনবোধে উপ-সমিতি গঠন করতে পারবে। পার্টি সংগঠন রক্ষার জন্য প্রয়োজন হলে পুনর্গঠিত কেন্দ্রীয় কমিটি নতুন নিয়মাবলী রচনা করতে পারবে। তবে, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে নির্বাচিত কমিটিগুলি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে।

১৫। কোনও সদস্য সাধারণ সম্পাদক পদে তিনবার সম্পূর্ণ মেয়াদের বেশি আসীন থাকতে পারবেন না। সম্পূর্ণ মেয়াদ অর্থে, দু'টি পার্টি কংগ্রেসের মধ্যবর্তী সময়কাল। বিশেষ পরিস্থিতিতে, কোনও সদস্য যিনি সাধারণ সম্পাদক হিসেবে তিনবার সম্পূর্ণ মেয়াদকাল উত্তীর্ণ করেছেন, তিনি চতুর্থবারের জন্য পুনর্নির্বাচিত হতে পারেন, যদি কেন্দ্রীয় কমিটি তিন-চতুর্থাংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু কোনও পরিস্থিতিতেই সেই সদস্য পুনরায় চতুর্থবারের অতিরিক্ত মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হতে পারবেন না।

১৬নং ধারা

রাজ্য ও জেলা পার্টি সংগঠন

১। রাজ্য বা জেলায় সর্বোচ্চ সংগঠন হবে রাজ্য বা জেলা সম্মেলন। এই সম্মেলনই রাজ্য বা জেলা কমিটি নির্বাচন করবে।

২। (ক) রাজ্য বা জেলা স্তরে পার্টির সাংগঠনিক কাঠামো, অধিকার ও কার্যাবলী হবে সর্বভারতীয় স্তরে পার্টি-কাঠামো ও কার্যাবলী সংক্রান্ত ধারাসমূহে বর্ণিত ব্যবস্থার অনুরূপ। তবে এদের কার্যাবলী সীমাবদ্ধ থাকবে রাজ্য বা জেলা সংক্রান্ত প্রশ্নে এবং এদের সিদ্ধান্তগুলি থাকবে পরবর্তী উচ্চতর পার্টি সংগঠনের গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের পরিধির মধ্যে। যদি এই পার্টি-কমিটিগুলির সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজন হয় তবে পরবর্তী উচ্চতর কমিটির অনুমোদনক্রমে তা করা যাবে।

(খ) রাজ্য অথবা জেলা কমিটি একজন সম্পাদক সহ একটি সম্পাদকমণ্ডলী নির্বাচন করবে। তবে পরবর্তী উচ্চতর কমিটি সম্মতি দিলে রাজ্য বা জেলা কমিটির কোনও সম্পাদকমণ্ডলী নাও থাকতে পারে।

(গ) রাজ্য বা জেলা কমিটি তাদের কোনও সদস্যকে গুরুতর শৃঙ্খলাভঙ্গ, অসদাচরণ বা পার্টি-বিরোধী কাজকর্মের দায়ে অপসারণ করতে পারবে। তবে এর জন্য সংশ্লিষ্ট কমিটির মোট সদস্যসংখ্যার অর্ধেকের বেশি সদস্যের সম্মতি প্রয়োজন হবে।

৩। (ক) আন্দোলনের প্রয়োজনের কথা মনে রেখে রাজ্য কমিটি জেলা কমিটিগুলির এলাকা নির্ধারণ করে দেবে। প্রশাসনিক বিভাগের মধ্যেই এই এলাকা সীমাবদ্ধ থাকবে এমন কোনও কথা নেই।

(খ) প্রাথমিক ইউনিট (শাখা) থেকে জেলা বা অঞ্চলের মধ্যবর্তী পার্টি সংগঠনগুলি কিভাবে গঠিত হবে তা রাজ্য কমিটি স্থির করবে এবং তাদের গঠন ও কাজ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এই কাজ কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক প্রণীত নিয়মাবলী অনুসারে করতে হবে।

৪। কোনও সদস্য রাজ্য/জেলা/মধ্যবর্তী কমিটির সম্পাদক পদে তিনবার সম্পূর্ণ মেয়াদের বেশি আসীন থাকতে পারবেন না। সম্পূর্ণ মেয়াদ অর্থে, সংশ্লিষ্ট কমিটির দু'টি পার্টি সম্মেলনের মধ্যবর্তী সময়কাল। বিশেষ পরিস্থিতিতে, কোনও সদস্য যিনি সম্পাদক পদে তিনবার সম্পূর্ণ মেয়াদকাল উত্তীর্ণ করেছেন, তিনি চতুর্থবারের জন্য পুনর্নির্বাচিত হতে পারেন, যদি সংশ্লিষ্ট কমিটি তিন-চতুর্থাংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে এবং তা রাজ্য কমিটির অনুমোদন প্রাপ্ত হয়। রাজ্য সম্পাদকের ক্ষেত্রে, কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু কোনও পরিস্থিতিতেই, সেই সদস্য পুনরায় চতুর্থবারের অতিরিক্ত মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হতে পারবেন না।

১৭নং ধারা

প্রাথমিক ইউনিট

১। (ক) পেশা বা এলাকা ভিত্তিতে গঠিত পার্টি-শাখাই হবে পার্টির প্রাথমিক ইউনিট।

(খ) কারখানায় বা কোনও প্রতিষ্ঠানে বা শিল্পে কর্মরত পার্টি-সভ্যদের জীবিকা বা বৃত্তির ভিত্তিতে সংগঠিত করতে হবে। এই ধরনের শাখা গঠিত হলে সেই শাখার সদস্যরা নিজেদের বাসস্থান এলাকার পার্টি-শাখার সহযোগী সদস্য হবেন অথবা সেখানে সহযোগী শাখা হিসেবে সংগঠিত হবেন। বাসস্থান এলাকায় প্রদত্ত কাজ তাঁদের কারখানা, প্রতিষ্ঠান বা বৃত্তিগত মূল ইউনিটের দেওয়া কাজের প্রতিবন্ধক হবে না।

(গ) শাখার সদস্য সংখ্যা পনেরো (১৫) জনের বেশি হবে না। শাখার কাজ ও অন্যান্য বিষয় স্থির করবে রাজ্য কমিটি।

২। পার্টি-শাখা হলো তার কার্যক্ষেত্রের বা এলাকার শ্রমিক, কৃষক ও জনগণের অন্যান্য অংশ এবং পার্টির নেতৃস্থানীয় কমিটির মধ্যে এক জীবন্ত যোগসূত্র। পার্টির কর্তব্যগুলি হলো :

(ক) উচ্চতর কমিটির নির্দেশগুলি কার্যে পরিণত করা।

(খ) শাখার অন্তর্ভুক্ত কারখানা বা এলাকার জনগণকে পার্টির রাজনৈতিক এবং সাংগঠনিক সিদ্ধান্তের সপক্ষে নিয়ে আসা।

(গ) জঙ্গী কর্মী ও দরদীদের কাজের মধ্যে টেনে আনা, নতুন সভ্য হিসাবে পার্টির মধ্যে গ্রহণ করা এবং তাঁদের রাজনৈতিকভাবে শিক্ষিত করে তোলা।

(ঘ) জেলা, অঞ্চল অথবা শহর কমিটিকে দৈনন্দিন কাজকর্মে ও প্রচারান্দোলনের কাজে সহায়তা করা।

৩। দৈনন্দিন কাজকর্ম চালাবার জন্য পার্টি-শাখা একজন সম্পাদক নির্বাচন করবে এবং সম্পাদক পরবর্তী উচ্চতর কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হবেন।

১৮নং ধারা

কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য কন্ট্রোল কমিশন

১। পার্টি-কংগ্রেস সরাসরিভাবে অনধিক পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশন নির্বাচন করবে। কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশনের চেয়ারপার্সন পদাধিকার বলে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হবেন।

২। কন্ট্রোল কমিশনের বিচার্য বিষয় হবে :

(ক) কেন্দ্রীয় কমিটি বা পলিট ব্যুরো কর্তৃক প্রেরিত শৃঙ্খলাভঙ্গজনিত শাস্তির ঘটনাগুলি।

(খ) রাজ্য কমিটি কর্তৃক গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আবেদনসমূহ।

(গ) বহিষ্কার, পূর্ণসভ্যপদ থেকে সাময়িক বরখাস্ত (সাসপেনসন), এবং পার্টি-সভ্যতালিকা থেকে নাম খারিজ সংক্রান্ত মামলা যেগুলি রাজ্য কমিটি বা রাজ্য কন্ট্রোল কমিশনের কাছে আপীলের পর প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

৩। কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশনের সিদ্ধান্ত হবে চূড়ান্ত ও বাধ্যতামূলক। কিন্তু কেন্দ্রীয় কমিটি বিশেষ পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশনের সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখতে পারে, রদবদল করতে পারে, পালটে দিতে পারে। উপস্থিত ও ভোটাধিকার প্রয়োগ করছেন এমন কমপক্ষে দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের গরিষ্ঠতায় তা সমর্থিত হবে। পরবর্তী সর্বভারতীয় কংগ্রেসে এমন সমস্ত সিদ্ধান্ত রিপোর্ট করতে হবে।

৪। কন্ট্রোল কমিশনের সঙ্গে পরামর্শক্রমে কেন্দ্রীয় কমিটি কন্ট্রোল কমিশনের কার্য পরিচালনার বিশদ নিয়মাবলী প্রণয়ন করবে।

৫। দু'টি পার্টি-কংগ্রেসের মধ্যবর্তী সময়ে কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশনের কোনও সদস্যপদ খালি হলে কেন্দ্রীয় কমিটি সেই পদ পূরণ করতে পারবে।

৬। শাস্তিমূলক ব্যবস্থাগুলি বিচারের জন্য রাজ্য সম্মেলন একটি রাজ্য কন্ট্রোল কমিশন নির্বাচন করতে পারবে। যে রাজ্যে রাজ্য কন্ট্রোল কমিশন গঠিত হবে তার কার্যাবলী ও কর্তৃত্ব হবে সেই রাজ্যের সীমার মধ্যে কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশনের অনুরূপ।

১৯নং ধারা

পার্টি শৃঙ্খলা

১। পার্টির ঐক্যকে রক্ষা ও শক্তিশালী করা, পার্টির শক্তি, সংগ্রাম-ক্ষমতা ও মর্যাদা বৃদ্ধি করা এবং গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতিগুলিকে কার্যকর করার জন্য শৃঙ্খলা অপরিহার্য। পার্টি শৃঙ্খলার প্রতি কঠোর আনুগত্য ছাড়া পার্টির পক্ষে কখনই জনগণের সংগ্রাম ও আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া এবং জনগণের প্রতি দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়।

২। পার্টির লক্ষ্য, কর্মসূচী ও কর্মনীতির প্রতি সচেতন স্বীকৃতিই পার্টি শৃঙ্খলার ভিত্তি। পার্টি সংগঠন বা জনজীবনে পদমর্যাদা নির্বিশেষে পার্টির সকল সদস্যই পার্টি শৃঙ্খলার বন্ধনে একইভাবে আবদ্ধ।

৩। পার্টির গঠনতন্ত্র ও পার্টির সিদ্ধান্ত লঙ্ঘন করলে এবং কমিউনিস্ট পার্টির একজন সভ্যের পক্ষে অনুচিত এমন কোনও কাজ করলে তা পার্টি শৃঙ্খলা ভঙ্গ বলে গণ্য হবে এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

৪। শাস্তিমূলক ব্যবস্থাগুলি হবে :

(ক) সতর্কীকরণ, (খ) নিন্দা, (গ) প্রকাশ্যে নিন্দা, (ঘ) পার্টির পদ থেকে অপসারণ, (ঙ) একবছর কালের অনধিক যে কোনও সময়কালের জন্য পার্টির পূর্ণ সভ্যপদ থেকে সাসপেন্ড, (চ) বহিষ্কার।

৫। সাধারণত সংশ্লিষ্ট কমরেডকে সংশোধনের উদ্দেশ্যে বোঝানোসহ অন্যান্য উপায়গুলি নিঃশেষিত হবার পরেই কেবল তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। কিন্তু শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পরেও সংশ্লিষ্ট কমরেডকে নিজেকে সংশোধন করার কাজে সাহায্য করে যেতে হবে। যে-সব ক্ষেত্রে শৃঙ্খলাভঙ্গের অপরাধটি এতই গুরুতর যে পার্টির স্বার্থ ও মর্যাদা রক্ষার্থে আশু ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন সে-সব ক্ষেত্রে তৎক্ষণাৎ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।

৬। পার্টি থেকে বহিষ্কারই হলো সব থেকে কঠোর শাস্তি। কাজেই এই ব্যবস্থা গ্রহণের আগে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন ও সুচিন্তিত বিচার-বিবেচনা করতে হবে।

৭। পরবর্তী উচ্চতর কমিটির অনুমোদন না পাওয়া পর্যন্ত পার্টি-পদ থেকে অপসারণ, তদন্ত সাপেক্ষে সাসপেন্ডের ব্যবস্থা বাদে পূর্ণসভ্যপদ থেকে সাসপেন্ডের অন্যান্য ব্যবস্থা, বহিষ্কার প্রভৃতি শাস্তিমূলক ব্যবস্থাগুলি কার্যকর হবে না। বহিষ্কারের ক্ষেত্রে শাস্তিপ্রাপ্ত পার্টি সভ্যকে পরবর্তী উচ্চতর কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে পার্টির সমস্ত কাজকর্ম থেকে অপসারণ করতে হবে। পরবর্তী উচ্চতর কমিটির অনুমোদন না আসা পর্যন্ত বহিষ্কৃত সভ্য পার্টি থেকে সাসপেন্ড হয়ে থাকবেন। উচ্চতর কমিটিকে ছয় মাসের মধ্যে তাদের সিদ্ধান্ত নিম্নতর কমিটিকে জানাতে হবে।

৮। যে কমরেডের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব উঠবে তাঁকে পূর্বাহ্নেই তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ও অন্যান্য সমস্ত প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি জানাতে হবে। তিনি যে পার্টি ইউনিটের অন্তর্ভুক্ত সেখানে হাজির থেকে নিজের বক্তব্য বলার অধিকার তাঁর থাকবে। অন্য কোনও পার্টি ইউনিট তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করলে সেখানেও তাঁর নিজের বক্তব্য পেশ করার অধিকার থাকবে।

৯। কোনও পার্টিসভ্য একই সঙ্গে দু'টি পার্টি ইউনিটের সদস্য থাকলে নিম্নতর ইউনিট তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করতে পারে, কিন্তু যতক্ষণ না উচ্চতর ইউনিট সেই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করছে ততক্ষণ পর্যন্ত উক্ত ব্যবস্থা কার্যকর হবে না।

১০। ধর্মঘট ভঙ্গকারী, মাতাল, অধঃপতিত, পার্টির প্রতি বিশ্বাসঘাতক, গুরুতর আর্থিক দুর্নীতির দায়ে অপরাধী এমন পার্টি সভ্যকে চার্জশিট দেওয়া ও তাঁর কৈফিয়ত শোনা সাপেক্ষে তৎক্ষণাৎ সংশ্লিষ্ট পার্টি ইউনিট বা কোনও উচ্চতর পার্টি সংস্থা তাঁকে পার্টি সভ্যপদ থেকে

সাসপেন্ড এবং পার্টির সমস্ত দায়িত্বপূর্ণ পদ থেকে অপসারণ করতে পারবে। কিন্তু এই তাৎক্ষণিক সাসপেনশন ও পদ থেকে অপসারণের ব্যবস্থা তিনমাসের বেশি সময়ের জন্য বাড়ানো যাবে না।

১১। সমস্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধেই আপীলের অধিকার থাকবে।

১২। কেন্দ্রীয়, রাজ্য বা জেলা কমিটি পার্টির নীতির ও সিদ্ধান্তকে ক্রমাগত অমান্য করে চলা, গুরুতর উপদলীয় কার্যকলাপ বা পার্টি শৃঙ্খলা ভঙ্গ করার অপরাধে নিম্নতর কোনও কমিটিকে ভেঙে দিতে অথবা ঐ কমিটির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। কিন্তু রাজ্য ও জেলা কমিটি এই ধরনের ব্যবস্থা নিলে তা অবিলম্বে পরবর্তী উচ্চতর কমিটিকে তাদের বিবেচনামত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য জানাতে হবে।

১৩। বিশেষ পরিস্থিতিতে, পার্টি কমিটিগুলি নিজস্ব বিবেচনা অনুসারে গুরুতর পার্টি-বিরোধী কার্যকলাপে অপরাধী সভ্যদের তৎক্ষণাৎ পার্টি থেকে বহিষ্কার করার পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারবে।

২০নং ধারা

জনসংস্থা সমূহে নির্বাচিত পার্টি সদস্য

১। পার্লামেন্ট, রাজ্য বিধানমণ্ডলীর বা প্রশাসনিক পরিষদে নির্বাচিত পার্টিসভ্যরা নিজেদের নিয়ে এক-একটি পার্টি গ্রুপ গঠন করবেন এবং পার্টির লাইন, নীতি ও নির্দেশের সঙ্গে পূর্ণসঙ্গতি রেখে উপযুক্ত পার্টি কমিটির অধীনে কাজ করবেন।

২। আইনসভার কমিউনিস্ট সদস্যরা অবিচলিতভাবে জনগণের স্বার্থ রক্ষা করবেন। আইনসভায় তাদের কাজ গণ-আন্দোলনকে প্রতিফলিত করবে এবং তাঁরা পার্টির নীতিকে তুলে ধরবেন ও জনপ্রিয় করবেন।

আইনসভায় কমিউনিস্ট সদস্যদের কাজ বাইরে পার্টির কাজকর্ম ও গণ-আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকবে, এবং আইনসভার সমস্ত কমিউনিস্ট সদস্যদের কর্তব্য হবে পার্টি ও গণসংগঠনগুলিকে গড়ে তুলতে সাহায্য করা।

৩। আইনসভার কমিউনিস্ট সদস্যরা তাঁদের নির্বাচকমণ্ডলী ও জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতম যোগাযোগ রক্ষা করবেন, আইনসভায় কাজ সম্পর্কে তাঁদের যথাযথভাবে অবহিত রাখবেন এবং সর্বদাই তাঁদের কাছ থেকে পরামর্শ ও উপদেশ নেবেন।

৪। আইনসভার কমিউনিস্ট সদস্যরা ব্যক্তিগত সততার উচ্চমান বজায় রেখে চলবেন, অনাড়ম্বর জীবন-যাপন করবেন, জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষায় ও আচরণে নম্রতা প্রদর্শন করবেন এবং পার্টিকে নিজের ওপরে স্থান দেবেন।

৫। আইনসভা ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কমিউনিস্ট সদস্যরা যে বেতন ও ভাতা পাবেন তা পার্টির অর্থ বলে গণ্য হবে। সংশ্লিষ্ট পার্টি কমিটি এই সদস্যদের মাসোহারা এবং ভাতা স্থির করে দেবে।

৬। কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি, শহর বা অঞ্চল কমিটি, জেলা পরিষদ, ব্লক সমিতি,

গ্রাম পঞ্চায়েত প্রভৃতি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলিতে নির্বাচিত পার্টি সদস্যরা উপযুক্ত পার্টি কমিটি বা পার্টি শাখার অধীনে কাজ করবেন। তাঁরা তাঁদের নির্বাচকমণ্ডলী ও জনগণের সঙ্গে দৈনন্দিন ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে চলবেন এবং এই সমস্ত সংস্থার মধ্যে তাঁদের স্বার্থ রক্ষা করবেন। নির্বাচকমণ্ডলী ও জনগণের কাছে নিজেদের কাজ সম্পর্কে তাঁরা নিয়মিত রিপোর্ট দেবেন এবং পরামর্শ ও উপদেশ চাইবেন। এই সব সংস্থার ভিতরের কাজের সঙ্গে বাইরের তীব্র গণ-তৎপরতাকে যুক্ত রাখতে হবে।

৭। পার্লামেন্ট, বিধানমণ্ডলী, পরিষদ বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পার্টির প্রার্থী মনোনয়ন কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষ হবে।

কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি, জেলা বোর্ড, লোকাল বোর্ড এবং পঞ্চায়েতগুলিতে পার্টির প্রার্থী মনোনয়নের নিয়মাবলী প্রণয়ন করবে পার্টির রাজ্য কমিটি।

২০(ক) নং ধারা

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) বিধিবদ্ধভাবে প্রবর্তিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি এবং সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রের নীতির প্রতি বিশ্বস্ত ও অনুগত থাকবে এবং ভারতের সার্বভৌমত্ব, ঐক্য ও সংহতিকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরবে।

২১নং ধারা

আন্তঃপার্টি আলোচনা

১। পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য সমগ্র পার্টির বিভিন্ন সংগঠনগুলির মধ্যে পার্টি-নীতি সম্পর্কে অবাধ ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা প্রয়োজন ও কার্যকর হবে। এটা হলো পার্টি সভ্যদের আন্তঃপার্টি গণতন্ত্র থেকে উদ্ভূত অবিচ্ছেদ্য অধিকার। কিন্তু পার্টিনীতির প্রশ্নে অন্তহীন আলোচনা যা পার্টির ঐক্য ও কর্মতৎপরতাকে পঙ্গু করে ফেলে, তা হবে আন্তঃপার্টি গণতন্ত্রের চরম অপব্যবহার।

২। সর্বভারতীয় পর্যায়ে আন্তঃপার্টি আলোচনা সংগঠিত করবে কেন্দ্রীয় কমিটি :

(ক) যখনই কেন্দ্রীয় কমিটি তা প্রয়োজন মনে করবে।

(খ) যখনই পার্টি-নীতি সংক্রান্ত কোনও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে কেন্দ্রীয় কমিটির মধ্যে পর্যাপ্ত ও দৃঢ় সংখ্যাগরিষ্ঠতার অভাব ঘটবে।

(গ) যখন মোট পার্টি সভ্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের প্রতিনিধিত্ব করে এমন এক বা একাধিক রাজ্য কমিটি সর্বভারতীয়ভাবে অন্তঃপার্টি আলোচনা দাবি করবে।

৩। কোনও রাজ্য কমিটি নিজ রাজ্য সংক্রান্ত পার্টি নীতির প্রশ্নে নিজস্ব উদ্যোগে অথবা ঐ রাজ্যের পার্টিসভ্য সংখ্যার এক তৃতীয়াংশের প্রতিনিধিত্ব করে এরূপ জেলা কমিটিসমূহের দাবিতে কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমোদন নিয়ে আন্তঃপার্টি আলোচনা শুরু করতে পারবে।

৪। আন্তঃপার্টি আলোচনা পরিচালিত হবে কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃত্বে এবং কেন্দ্রীয় কমিটিই স্থির করবে আলোচ্য বিষয়বস্তু কী হবে। আলোচনা কিভাবে পরিচালিত হবে তাও স্থির করবে কেন্দ্রীয় কমিটি। রাজ্য কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলে সংশ্লিষ্ট রাজ্য কমিটি কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমোদন নিয়ে আলোচনার বিষয় ও পদ্ধতি নির্ধারণ করবে।

২২নং ধারা

পার্টি-কংগ্রেস ও সম্মেলনগুলির প্রাক্-প্রস্তুতি আলোচনা

১। পার্টি কংগ্রেসের দু'মাস আগে কেন্দ্রীয় কমিটি পার্টির সমস্ত ইউনিটে আলোচনার জন্য খসড়া প্রস্তাবসমূহ প্রচার করবে। কেন্দ্রীয় কমিটি ঐ খসড়াসমূহ প্রকাশ করার পর রাজ্য কমিটিগুলি অবশ্য কর্তব্য হিসাবে সেগুলি নিজ নিজ ভাষায় তর্জমা করে যত শীঘ্র সম্ভব সব শাখা কমিটিগুলির কাছে প্রয়োজনীয় সংখ্যায় পাঠাবে। প্রস্তাবের সংশোধনীসমূহ সরাসরি কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে পাঠাতে হবে। কেন্দ্রীয় কমিটি এ সম্পর্কে রিপোর্ট পার্টি কংগ্রেসে উপস্থিত করবে।

২। প্রত্যেক স্তরেই সেই স্তরের কমিটি কর্তৃক উপস্থাপিত রিপোর্ট ও প্রস্তাবের ভিত্তিতে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

২৩নং ধারা

গণসংগঠনে কর্মরত পার্টি সভ্য

গণসংগঠনের এবং তার কার্যনির্বাহক কমিটিতে কাজ করেন এমন পার্টি সভ্যরা নিজেদের একটি ফ্র্যাকশন/ফ্র্যাকশন কমিটির মধ্যে সংগঠিত হবেন এবং উপযুক্ত পার্টি-কমিটির পরিচালনাধীনে কাজ করবেন। তাঁরা সর্বদাই গণসংগঠনের ঐক্য, গণভিত্তি ও সংগ্রাম-সামর্থ্য শক্তিশালী করার চেষ্টা করবেন।

২৪নং ধারা

উপ-বিধি

কেন্দ্রীয় কমিটি পার্টির গঠনতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নিয়মাবলী ও উপ-বিধিসমূহ রচনা করতে পারবে। কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে রাজ্য কমিটিও পার্টি-গঠনতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নিয়মাবলী ও উপ-বিধিসমূহ রচনা করতে পারবে।

২৫নং ধারা

সংশোধনী

একমাত্র পার্টি কংগ্রেস-ই পার্টির গঠনতন্ত্র সংশোধন করতে পারবে। গঠনতন্ত্র সংশোধনের প্রস্তাবসমূহের বিজ্ঞপ্তি সংশ্লিষ্ট পার্টি কংগ্রেসের দু'মাস পূর্বে দিতে হবে।

পার্টি-গঠনতন্ত্র অনুসারে রচিত নিয়মাবলী

(কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক ৮-১০ এপ্রিল, ১৯৮৮ তারিখের সভায় গৃহীত)

বিষয় : ৪নং ধারা, ১০নং উপধারা

সভ্যপদ

এক ইউনিট থেকে অন্য ইউনিটে অথবা এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে সভ্যপদ স্থানান্তর প্রসঙ্গে

[ব্যাখ্যা : যদিও কার্যক্ষেত্রে এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে সভ্যপদ স্থানান্তরের কাজটি কেন্দ্রীয় কমিটি-ই করে থাকে, এ বিষয়ে উল্লেখিত তথ্যগুলি সাধারণত অপর্যাপ্ত থাকে। সুতরাং যখন একটি রাজ্য কোনও একজন কমরেডের সভ্যপদ অন্যরাজ্যে স্থানান্তরিত করার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটিকে বলবে তখন নিম্নোক্ত তথ্যগুলি অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে যাতে প্রতিটি স্তরে প্রতিটি পার্টিসভ্যের সঠিক রেকর্ড রাখা সম্ভব হয়। রাজ্যের মধ্যে সভ্যপদ স্থানান্তরের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।]

নিয়মাবলী : সভ্যপদের স্থানান্তর

সভ্যপদ স্থানান্তরের চিঠির সঙ্গে নিম্নোক্ত তথ্যগুলি অবশ্যই পাঠাতে হবে :

কমরেডের নাম :

বয়স :

পার্টিতে যোগদানের বছর :

কোন্ ইউনিটের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন :

কোন্ গণসংগঠনে কাজ করতেন :

মাসিক লেভির হার এবং কোন্ মাস পর্যন্ত তা দেওয়া হয়েছে :

শাস্তিমূলক কোনও ব্যবস্থা গ্রহণের ঘটনা আছে কি না :

কোন্ রাজ্য থেকে সভ্যপদ স্থানান্তরিত হবে :

কোন্ রাজ্যে সভ্যপদ স্থানান্তরিত হচ্ছে :

পার্টি সভ্যপদ পুনর্নবীকরণের বছর :

যোগাযোগের ঠিকানা :

সহায়ক গ্রুপ :

[ব্যাখ্যা : সালকিয়া প্লেনামের নির্দেশ ছিল, গণসংগ্রামের মধ্য থেকে আসা সংগ্রামীদের পার্টি-সহায়ক গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তাঁদের শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত করতে হবে যাতে তাঁদের পার্টি সভ্য হিসাবে গ্রহণ করা যায়। এরজন্য নিয়মাবলীতে ব্যবস্থা রাখতে হবে।]

১। পার্টি-ইউনিটগুলি গণ-আন্দোলন ও গণসংগঠনে সক্রিয় ও লড়াকু কর্মীদের পার্টির দরদীদের নিয়ে গঠিত পার্টি-সহায়ক গ্রুপের মধ্যে সংগঠিত করবে।

২। এই সমস্ত সহায়ক গ্রুপের কর্মীদের পার্টি কর্মসূচী ও মৌলিক নীতিসমূহ সম্পর্কে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা পার্টি কমিটিগুলিকে করতে হবে, যাতে এই কর্মীরা যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে প্রার্থীসভ্য হিসাবে পার্টিতে যোগ দেবার উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারেন।

বিষয় : ৬নং ধারা

পার্টি সভ্যপদের রেকর্ড

নিয়ম : গঠনতন্ত্র অনুসারে সভ্যপদের যাবতীয় রেকর্ড জেলা কমিটির তত্ত্বাবধানে থাকবে। এই সব রেকর্ডের সত্যতা যাচাই করা এবং যাচাই করা রেকর্ডের কপি রাখার অধিকার জেলা কমিটির থাকলেও কোনও রাজ্য কমিটি ইচ্ছা করলে রেকর্ড রাখার এই দায়িত্ব মধ্যবর্তী-লোকাল কমিটিকে দেবার সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

বিষয় : ৭নং ধারা

পার্টিসভ্যপদের চেক-আপ প্রসঙ্গে

[ব্যাখ্যা : ১নং উপ-ধারায় বলা হয়েছে "কোনও সভ্য ধারাবাহিকভাবে যথোপযুক্ত কারণ ছাড়াই পার্টি জীবনে ও পার্টির কাজে অংশ নিতে অথবা পার্টিকে নিয়মিত দেয় চাঁদা দিতে ব্যর্থ হলে তাঁকে পার্টি সভ্যপদ থেকে বাদ দেওয়া হবে।" এই নিয়মবিধি হলো গঠনতন্ত্রে উল্লেখিত উপযুক্ত কারণ না দেখিয়ে ইচ্ছামত পার্টিসভ্যপদ থেকে বাদ দেবার বিরুদ্ধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা। পার্টি সভ্যপদ থেকে বাদ দেবার পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলী থাকা প্রয়োজন।]

নিয়মাবলী

(১) কোনও ইউনিট তার কোনও সভ্যকে বাদ দিতে চাইলে তার আগে অতি অবশ্যই ঐ সভ্যকে তাঁর নিজের বক্তব্য বলার সুযোগ দিতে হবে। শাখাকে তার কোনও সভ্যকে বাদ দেবার সিদ্ধান্ত লিখিতভাবে পরবর্তী উচ্চতর কমিটিকে জানাতে হবে।

(২) উচ্চতর কমিটি সভ্যপদের অনুমোদন দান ও নথিভুক্ত করার সময় অবশ্যই বাদ দেওয়া সভ্যদের তালিকা পরীক্ষা করবে এবং সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট মতামত দেবে।

(৩) সংশ্লিষ্ট কমিটিগুলি অবশ্যই পার্টিসভ্যপদে অন্তর্ভুক্তি, সভ্যপদ খারিজ, সভ্যপদ স্থানান্তর এবং সভ্যপদের বিন্যাস সংক্রান্ত তথ্য সংবলিত পুনর্নবীকরণ রিপোর্ট পরবর্তী উচ্চতর কমিটির কাছে পেশ করবে।

(৪) পার্টি সভ্যপদ পুনর্নবীকরণের জন্য প্রত্যেক সভ্যকে প্রতিবছর একটি পুনর্নবীকরণ ফরম পূরণ করতে হবে। ঐ ফরমে বয়স, পার্টিতে যোগদানের বছর, আয় এবং কোন্ ফ্রন্টে কাজ করেন প্রভৃতি মৌলিক তথ্যের উল্লেখ থাকতে হবে।

(৫) প্রত্যেক পার্টিসভ্যকে তাঁর প্রদত্ত চাঁদার বিনিময়ে রসিদ দিতে হবে।

(৬) সংশ্লিষ্ট পার্টি ইউনিট সংশ্লিষ্ট পার্টি সদস্যের পার্টি সদস্যপদ বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ৩০ দিনের মধ্যে সেই পার্টি সদস্যকে ঐ সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিতে হবে।

(৭) পার্টি সদস্যপদ বাদ দেওয়ার বিরুদ্ধে আবেদন করতে হলে সংশ্লিষ্ট পার্টি সদস্য যেদিন পার্টি সদস্যপদ বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত জানতে পেরেছেন, সেদিন থেকে ৩০ দিনের মধ্যে আবেদন করতে হবে।

বিষয় : ৯নং ধারা

সভ্যপদের চাঁদা

পুনর্নবীকরণ : [ব্যাখ্যা : ৯নং ধারার ১নং উপধারায় বলা হয়েছে, বার্ষিক পার্টি সভ্যপদের চাঁদা প্রত্যেক সভ্যকে "প্রতিবছর মার্চ মাসের মধ্যে শাখা অথবা ইউনিট সম্পাদকের কাছে জমা দিতে হবে।"

সভ্যপদের চাঁদা যদি ইউনিটগুলিতে কেবল মার্চ মাসের শেষেই জমা পড়ে সেক্ষেত্রে জেলা/রাজ্য কমিটিতে তা পাঠাতে সময় লাগে। ফলে রাজ্যগুলি থেকে পাঠানো সভ্যপদের মোট চাঁদা প্রকৃতপক্ষে কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে পৌঁছায় বিভিন্ন সময়ে। এর জন্য এমনকি এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সময় লেগে যায়। সুতরাং কেন্দ্রে সভ্যপদের চাঁদা পৌঁছানোর একটা সুনির্দিষ্ট শেষ তারিখ থাকা দরকার।]

নিয়মাবলী

(১) প্রতি বছর ৩১শে মার্চের মধ্যে পার্টিসভ্যপদের পুনর্নবীকরণের কাজ শেষ করতে হবে।

(২) প্রতি বছর ৩১শে মে তারিখের মধ্যে রাজ্য কমিটিকে সভ্যপদের মোট চাঁদা কেন্দ্রে জমা দিতে হবে।

(৩) কোনও অসুবিধার ক্ষেত্রে এই তারিখের মেয়াদ বৃদ্ধি করতে পারবে কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় কমিটি/পলিট ব্যুরো।

(৪) চলতি বছরে নতুন প্রার্থী সভ্যপদে অন্তর্ভুক্তির চাঁদা বছরের শেষে অথবা তার আগেই জমা দিতে হবে।

দ্রষ্টব্য ঃ— সারা বছর ধরে (পুনর্নবীকরণের নির্দিষ্ট সময়ের পরেও) নতুন প্রার্থী সভ্যপদ দেওয়া হয়। তাঁদের সভ্য চাঁদা পৃথকভাবে কেন্দ্রীয় কমিটিতে জমা দিতে হবে।

১০নং ধারা : পার্টির লেভি

নিয়মাবলী

১ : পার্টি সদস্যদের লেভির হার : কেন্দ্রীয় কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, পার্টি সভ্যদের লেভির হার হবে এই রকম :

আয় (টাকায়)	লেভির হার (শতাংশে)
১০০০ বা তার নিচে	১টাকা
১,০০১ — ৩,০০০	০·৫০%
৩,০০১ — ৫,০০০	০·৫০%
৫,০০১ — ৭,০০০	১·০০%
৭,০০১ — ৮,০০০	১·০০%
৮,০০১ — ১০,০০০	১·০০%
১০,০০১ — ২০,০০০	১·৫০%
২০,০০১ — ৩০,০০০	২·০০%
৩০,০০১ — ৪০,০০০	২·৫০%
৪০,০০১ — ৬০,০০০	৩·০০%
৬০,০০১ বা তার উর্ধ্বে	৪·০০%

২। যদি কোনও সভ্যকে ত্রৈমাসিক অথবা বার্ষিক লেভি দিতে হয় তাহলে তার বার্ষিক আয়ের ভিত্তিতে মাসিক আয় হিসাব করে উপরোক্ত হারে তাঁর দেয় লেভির পরিমাণ ধার্য করতে হবে।

৩। পার্টি সভ্যের স্বামী বা স্ত্রী অথবা পরিবারের আর কেউ যদি আয় করেন এবং পার্টিসভ্য না হন তবে ঐ আয় ঐ পার্টিসভ্যের লেভি পরিমাণ ধার্য করার ক্ষেত্রে যোগ করা যাবে না।

দ্রষ্টব্য :

১। বেতনভোগী কর্মচারী ও মজুরি শ্রমিকদের ক্ষেত্রে আয় বলতে মহার্ঘভাতা এবং অন্যান্য ভাতাসহ তাঁদের মোট আয়কেই ধরতে হবে। এছাড়া ঐ পার্টিসভ্যের যদি জমি, ব্যবসায় বা বাড়ি থেকে অতিরিক্ত আয় থেকে থাকে তবে তাও মোট আয়ের সঙ্গে যোগ করতে হবে।

২। কৃষকদের ক্ষেত্রে আয় বলতে কৃষি উৎপাদনের জন্য ব্যয় করা প্রকৃত পরিমাণ অর্থ বাদ দিয়ে যে আয় সেটাই ধরতে হবে।

৩। যদি কেউ যৌথ পরিবারের আয়ের ওপর নির্ভরশীল হন তবে যৌথ পারিবারিক আয়ে তাঁর অংশের পরিমাণ।

৪। বেকারত্ব, খরা বা অসুস্থতার মতো চরম ক্ষেত্রগুলিতে লেভি ছাড় দিতে হলে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেবে সংশ্লিষ্ট রাজ্য কমিটি।

দ্রষ্টব্য : লোকাল, এরিয়া, জেলা ও রাজ্য কমিটির শতকরা হারে ভাগ স্থির করবে সংশ্লিষ্ট রাজ্য কমিটি।

বিষয় : ১৫নং ধারা, ১০নং উপধারা

কেন্দ্রীয় কমিটির অর্থসংক্রান্ত বিষয়

নিয়মাবলী :

১। কেন্দ্রীয় কমিটিকে তার সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি ট্রাস্ট নিয়োগের অধিকার দেওয়া হচ্ছে।

২। পার্টির কেন্দ্রীয় সংগঠন পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটি প্রতিবছর অথবা প্রয়োজনানুসারে পার্টি তহবিলে অথবা বিশেষ তহবিলে রাজ্যগুলির দেয় অর্থের পরিমাণ ধার্য করে দেবে।

৩। পলিট ব্যুরো একটি অর্থ উপসমিতি গঠন করবে, যার বৈঠকে

(ক) আর্থিক বিষয়ে এবং অনধিক ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত ব্যয় সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে। এর থেকে বেশি পরিমাণ ব্যয়ের ক্ষেত্রে বিষয়টি পলিট ব্যুরোকে জানাতে হবে।

(খ) অর্থ উপসমিতি কেন্দ্রীয় কমিটি এবং তার সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ত্রৈমাসিক আয়-ব্যয়ের হিসাব পলিট ব্যুরোর কাছে পেশ করবে।

(গ) অর্থ উপসমিতি (পার্টি গঠনতন্ত্রে উল্লেখিত বিধি অনুযায়ী) পলিট ব্যুরো কর্তৃক অনুমোদিত বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমোদনের জন্য পেশ করবে।

(ঘ) উপ-সমিতির একজন সদস্য পার্টি তহবিলের আয় ও ব্যয় সংক্রান্ত বিষয়ে দায়িত্বে থাকবেন। পরে হিসাব রক্ষার দায়িত্ব প্রাপ্ত সদস্যকে তা পাঠাতে হবে চূড়ান্ত ও নথিভুক্ত করার জন্য।

(ঙ) পার্টি মুখপত্রের ও অন্যান্য সংস্থার (যদি থাকে) ষাণ্মাসিক হিসাব অর্থ উপসমিতির কাছে জমা দিতে হবে।

বিষয় : ১৬নং ধারা : ৩(খ) উপধারা

রাজ্য ও জেলা পার্টি সংগঠন,
মধ্যবর্তী কমিটি গঠন

[ব্যাখ্যা : ৩(খ) উপধারায় বলা হয়েছে, "প্রাথমিক ইউনিট (শাখা) থেকে জেলা বা অঞ্চলের মধ্যবর্তী পার্টি সংগঠনগুলি কিভাবে গঠিত হবে তা রাজ্য কমিটি স্থির করবে এবং তাদের গঠন ও কাজ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এই কাজ কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক প্রণীত নিয়মাবলী অনুসারে করতে হবে।"]

নিম্নোক্ত নিয়মাবলী অনুসারে রাজ্য কমিটি প্রাথমিক ইউনিট এবং জেলা কমিটি বা অঞ্চলের মধ্যে মধ্যবর্তী কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নিতে পারে :

(ক) প্রস্তাবিত কমিটিগুলির আয়তন রাজ্য কমিটি স্থির করবে।

(খ) এই ধরনের কমিটি সংশ্লিষ্ট স্তরের প্রতিনিধিদের সম্মেলন থেকে নির্বাচিত হবে। এই কমিটি একজন সম্পাদক এবং অথবা একটি সম্পাদকমণ্ডলী নির্বাচন করবে।

(গ) মধ্যবর্তী কমিটির সম্মেলনের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচনের ভিত্তি স্থির করবে রাজ্য কমিটি।

(ঘ) মধ্যবর্তী কমিটির (লোকাল, এরিয়া, জোনাল প্রভৃতি) কাজ হবে জেলা বা রাজ্য কমিটির কাজের মতো, অবশ্য এই কাজ কমিটির অধীন লোকাল বা জোনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

(ঙ) সমন্বয়ের জন্য স্থাপিত অ্যাড হক/মনোনীত কমিটিগুলিকে পূর্ণাঙ্গভাবে নির্বাচিত কমিটিগুলির সাধারণ ক্ষমতা দেওয়া যাবে না। নিয়োগকারী কমিটির গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারেই তাদের কাজ করার সুযোগ থাকবে।

(চ) জেলা সম্মেলনগুলির এবং জেলার নিচের স্তরের কমিটিগুলির সম্মেলনের জন্য প্রতিনিধির সংখ্যা নির্ধারণ করবে রাজ্য কমিটি।

বিষয় : ১৬নং ধারা

কেন্দ্রীয় কমিটির নিচের স্তরের কমিটিগুলির
আয়-ব্যয় ও হিসাব সংক্রান্ত নিয়মাবলী
(রাজ্য ও জেলা পার্টি সংগঠনের ক্ষেত্রে)

[ব্যাখ্যা : কেন্দ্রীয় কমিটির আয়-ব্যয় ও হিসাব সংক্রান্ত নিয়মাবলীর মত নিম্নোক্ত নিয়মগুলি সমস্ত স্তরের নির্বাচিত কমিটিগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।]

(ক) রাজ্য স্তরে (এবং রাজ্য কমিটি কর্তৃক গঠিত মধ্যবর্তী ও জেলা কমিটির) অর্থ উপসমিতি গঠন করবে সংশ্লিষ্ট কমিটির সম্পাদকমণ্ডলী।

(খ) সম্পাদকমণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে এই উপসমিতি অর্থ ব্যয় ও হিসাব রক্ষা করবে।

(গ) উপসমিতি সংশ্লিষ্ট পার্টি কমিটির কাছে ষাণ্মাসিক হিসাব দাখিল করবে এবং এই হিসাব পরবর্তী উচ্চতর কমিটির কাছে পাঠাতে হবে।

(ঘ) উপসমিতি বার্ষিক হিসাব পরীক্ষা করবে এবং সংশ্লিষ্ট পার্টি কমিটির অনুমোদনের জন্য দাখিল করবে।

(ঙ) রাজ্য কমিটিগুলি তাদের অনুমোদিত বার্ষিক হিসাবের একটি কপি কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে পাঠাবে।

(চ) জেলা কমিটি তার নিজের এবং নিম্নতর নির্বাচিত কমিটিগুলির একত্রীভূত হিসাব বিবরণ (কনসোলিডেটেড স্টেটমেন্ট অফ অ্যাকাউন্ট) যথাযথভাবে একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টট্যান্টকে দিয়ে অডিট করিয়ে প্রতিবছর ৩১ জুলাইয়ের আগে রাজ্য কমিটিকে জমা দেবে।

(ছ) রাজ্য কমিটি তার নিজের এবং নিম্নতর নির্বাচিত কমিটিগুলির একত্রীভূত হিসাবে বিবরণ (কনসোলিডেটেড স্টেটমেন্ট অফ অ্যাকাউন্ট) যথাযথভাবে একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টট্যান্টকে দিয়ে অডিট করিয়ে প্রতিবছর ৩১ আগস্টের মধ্যে কেন্দ্রীয় কমিটিকে জমা দেবে।

বিষয় : ১৮নং ধারা

কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশনের কার্যপরিচালনার নিয়মাবলী

১। ১৮নং ধারা অনুসারে প্রেরিত মামলা বা আপীলগুলি পাবার পর কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশন সেগুলি সম্পর্কে তদন্তের ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যবস্থা করবে।

২। একমাত্র শাস্তিপ্রাপ্ত পার্টিসভ্য ছাড়া আর কারও আপীল গ্রাহ্য হবে না।

৩। তথ্যাদি যাচাই করার এবং সিদ্ধান্তে উপনীত হবার প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশন সংশ্লিষ্ট ইউনিট/ইউনিটগুলির সঙ্গে অথবা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে সরাসরি চিঠিপত্র আদান-প্রদান করতে অথবা তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে।

৪। সাধারণত তিনমাসে একবার কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশনের বৈঠক হবে। চেয়ারপার্সন ১৪ দিনের আগাম নোটিসে কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশনের সভা ডাকবেন।

৫। কোরামের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন হবে। কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশনের সিদ্ধান্তগুলি সর্বসম্মত হবে অথবা সংখ্যা গরিষ্ঠের দ্বারা সমর্থিত হবে। অনুপস্থিত সদস্য বা সদস্যদের কাছে গৃহীত সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

৬। যে সমস্ত মামলা জটিল নয় এবং তুলনামূলকভাবে সরল সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশনের সদস্যগণ নিজেদের মধ্যে চিঠিপত্র আদান-প্রদানের মাধ্যমে মত বিনিময় করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন।

৭। কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশন তার সিদ্ধান্ত আবেদনকারীকে এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্য কমিটিকে জানিয়ে দেবে এবং সংশ্লিষ্ট কমিটিকে সেই সিদ্ধান্ত অবিলম্বে কার্যকর করতে হবে।

৮। বছরে অন্তত একবার কেন্দ্রীয় কমিশন তার কাজকর্ম সম্পর্কে সামগ্রিক একটি রিপোর্ট কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে পেশ করবে।

৯। এই নিয়মাবলী ঠিক একইভাবে রাজ্য কন্ট্রোল কমিশনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশনের কার্য পরিচালনার পদ্ধতিগত নিয়মাবলী

১। একটি আবেদন পাবার পর কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশনের চেয়ারপার্সন সে বিষয়ে অন্যান্য সদস্যদের অবহিত করবেন।

২। সেই নির্দিষ্ট মামলার ক্ষেত্রে অনুসন্ধানের প্রয়োজনে আশু পদক্ষেপ সম্পর্কেও চেয়ারপার্সন প্রস্তাব করবেন। কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশনের অন্য সদস্যরাও এ সম্পর্কে তাঁদের প্রস্তাব পাঠাতে পারেন।

৩। কোনও আপীলের মীমাংসার জন্য সংশ্লিষ্ট কমিটি এবং সভ্যদের কাছ থেকে যে কোনও তথ্যাদি দাবি করার অধিকার কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশনের থাকবে। এই ধরনের অনুরোধ পেলে সংশ্লিষ্ট পার্টি কমিটি এবং সভ্যগণ অনধিক দু'মাসের মধ্যে তথ্যাদি কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশনের কাছে পাঠাবেন। এই সময়ের মধ্যে কোন তথ্য জানানো না হলে কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশন নিজেদের ক্ষমতায় মামলাটি সম্পর্কে অগ্রসর হবে।

কেন্দ্রীয় কমিটির পদ্ধতিগত নিয়মাবলী

১৮নং ধারা, ৩নং উপধারা অনুযায়ী ব্যতিক্রমী মামলাগুলির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশনের কোনও সিদ্ধান্তকে স্থগিত, ঈষৎ পরিবর্তন অথবা পরিবর্তন করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে কেন্দ্রীয় কমিটি কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশনের সঙ্গে পরামর্শ করবে।

বিষয় : ১৯নং ধারা, ১১নং উপধারা :

১। পার্টি ইউনিট যদি কোনও পার্টি সদস্যের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়, তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ৩০ দিনের মধ্যে সেই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট পার্টি সদস্যকে অবহিত করতে হবে অথবা পরবর্তী উচ্চতর কমিটির অনুমোদনের ৩০ দিনের মধ্যে অবহিত করতে হবে, যদি ১৯ নং ধারা, ৭নং উপধারা অনুযায়ী অনুমোদনের প্রয়োজন হয়।

২। শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত অবহিত হওয়ার ৬ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট পার্টি সদস্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আপীল করতে পারবে।

বিষয় : ১৯নং ধারা, ১৩নং উপধারা :

পার্টি শৃঙ্খলা

বিশেষ পরিস্থিতিতে সরাসরি বহিষ্কারের ব্যবস্থাটি কেবলমাত্র "গুরুতর" পার্টি-বিরোধী কার্যকলাপের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অর্থাৎ এই ব্যবস্থাটি সেই সব চরম গুরুতর পরিস্থিতিতেই প্রযোজ্য হবে যদি কোনও সভ্যকে পুলিসের গুপ্তচর হিসাবে অথবা শত্রুর চর হিসাবে কাজ করতে দেখা যায় অথবা সেই সভ্যের কাজকর্মের ফলে পার্টির মর্যাদার গুরুতর হানি ঘটে।

বিষয় : ২০নং ধারা

নির্বাচিত সংস্থাসমূহে নির্বাচিত পার্টি সভ্যদের প্রসঙ্গে

নিয়মাবলী

১। প্রত্যেক সি পি আই (এম) সাংসদকে কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত হারে পার্টি লেভি কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে দিতে হবে।

২। ঐ লেভি থেকে পলিট ব্যুরো কর্তৃক রাজ্যগুলির জন্য ধার্য শতাংশ প্রতিমাসে সংশ্লিষ্ট রাজ্য কমিটিকে (ঐ সাংসদ যে রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত) পাঠাতে হবে।

(ব্যাখ্যা : গঠনতন্ত্রের ২০নং ধারার ৫নং উপধারায় বলা হয়েছে আইনসভার ও স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির কমিউনিস্ট সদস্যদের বেতন ও ভাতা পার্টির অর্থ বল গণ্য হবে। আগে সাংসদ/বিধায়দের জন্য কোনও পেনসনের ব্যবস্থা ছিল না। এখন হয়েছে। তাই নিম্নোক্ত নিয়ম।]

৩। আইনসভার এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কমিউনিস্ট সদস্যরা যদি পেনসন পান তা হলে তাও তাদের বেতন ও ভাতার সঙ্গে যুক্ত হবে।

বিষয় : ২২নং ধারা :

পার্টি কংগ্রেস ও সম্মেলনগুলির প্রাক্-প্রস্তুতি আলোচনা

পার্টি সম্মেলনের মঞ্চগুলিকে ব্যবহার করতে হবে বিগত সম্মেলনের পরবর্তীকালের কাজকর্মের রিপোর্ট সম্পর্কে এবং বিগত সম্মেলন/কংগ্রেসে গৃহীত লাইন কার্যকর করার সঙ্গে জড়িত রাজনৈতিক-সাংগঠনিক প্রশ্নগুলি সম্পর্কে আলোচনা ও পর্যালোচনার জন্য। গঠনতন্ত্রের

বিধি অনুসারে পার্টি কংগ্রেসের খসড়া রাজনৈতিক প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা আলাদাভাবে সংগঠিত করা হবে।

বিষয় : ২৩নং ধারা

গণসংগঠনে কর্মরত পার্টিসভ্যদের প্রসঙ্গে

১। কেন্দ্রীয়, রাজ্য ও জেলা স্তরের পার্টি কমিটিগুলি নিজেদের সদস্যদের মধ্য থেকে এবং বিভিন্ন গণসংগঠনের কর্মরত পার্টি সভ্যদের পরিচালনার যোগ্যতা সম্পন্ন অন্যান্য সভ্যদের নিয়ে উপ-সমিতি গঠন করতে পারে। এই উপ-সমিতিগুলি সংশ্লিষ্ট গণ-সংগঠনের সমস্যাদি সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত থাকবে। পার্টি গড়ে তোলা বিষয়ে নজর রাখবে, পার্টি ইউনিট বা ফ্র্যাকশন কমিটি হিসাবে সংগঠিত এবং বিভিন্ন গণসংগঠনের মধ্যে কর্মরত পার্টি সভ্যদের কাজকর্ম পরিচালনা ও সমন্বয় সাধন করবে এবং পার্টি নীতি অনুসৃত ও রূপায়িত হচ্ছে কি না তা দেখবে।

২। একটি গণসংগঠনের অথবা ঐ সংগঠনের বিভিন্ন স্তরে নির্বাচিত সংস্থাসমূহের কর্মরত পার্টি সভ্যদের নিয়ে ঐ সংগঠনের ফ্র্যাকশন গঠিত হবে। তাঁরা সংশ্লিষ্ট পার্টি কমিটির পরিচালনা ও সিদ্ধান্ত অনুসারে কাজ করবে।

৩। যে গণসংগঠনের বহু সংখ্যক পার্টিসভ্য বিভিন্ন স্তরে কাজ করেন সেখানে ঐ সভ্যদের মধ্য থেকেই একটি ফ্র্যাকশন কমিটি গঠন করতে হবে। সংশ্লিষ্ট পার্টি কমিটি এই ফ্র্যাকশন কমিটি গঠন করবে। ফ্র্যাকশন কমিটিতে সংশ্লিষ্ট পার্টি কমিটির সদস্য (যদি কেউ থাকেন) ছাড়াও পার্টি কমিটি যাঁদের প্রয়োজনীয় চেতনার মান ও গণঅভিজ্ঞতা আছে বলে মনে করবে সেই কমরেডদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

৪। এভাবে গঠিত ফ্র্যাকশন কমিটি সংশ্লিষ্ট স্তরের পার্টি কমিটির সিদ্ধান্তকে গণসংগঠনের কার্যকরী সমিতি বা সাধারণ পরিষদে কার্যকর করবে এবং পার্টির সিদ্ধান্ত ঐ গণসংগঠনের কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৯৬৮ সালের ২৩-২৯ ডিসেম্বর, কোচিনে অনুষ্ঠিত অষ্টম পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত।
২০১৫ সালের এপ্রিলে অনুষ্ঠিত ২১তম কংগ্রেসে গৃহীত সংশোধনী এবং নভেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় কমিটির নিয়মাবলী সংবলিত।

অক্টোবর, ২০১৬